লাদেনের কারণেই ভ্যাকসিন আতঙ্ক পাকিস্তানে, উদ্বিগ্ন ইমরান খান সরকার

ওসামা বিন লাদেন ও করোনা ভ্যাকসিন! অনেক ভেবেও এদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে পারা কঠিন। হয়তো অসম্ভবও মনে হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি পাকিস্তানে যান, তাহলে আর ব্যাপারটা অতটা আজগুবি ও পারস্পরিক সম্পর্কহীন ঠেকবে না। ইতিমধ্যেই করোনাভাইরাস প্রতিরোধী টিকাকরণ শুরু করে দিয়েছে ইসলামাবাদ। চীন থেকে দেশটিতে এসেছে ৫ লাখ করোনা ভ্যাকসিনের ডোজ। কিন্তু শুরু হতে না হতেই ধাক্কা খেয়েছে এই কর্মসূচি। কারণ? ওসামা বিন লাদেন।

ঠিক কী সম্পর্ক ৯/১১-র মূলচক্রী ও করোনার টিকার? আসলে ২০১১ সালে অ্যাবোটাবাদে গভীর রাতে লাদেন-বধ করেছিল মার্কিন সেনা বাহিনী। সেই ‘অপারেশন নেপচুন স্পিয়ার’-এর আগে পাকিস্তানে পোলিও টিকাকরণের এক ভুয়া কর্মসূচি চালানো হয়েছিল। ওই কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মগোপনকারী লাদেন সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। দশ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনা এখনও ঢেউ তুলছে পাকিস্তানি নাগরিকদের মনে।

‘ব্লুমবার্গ কুইন্টে’র দাবি, অনেকেই ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না করোনার টিকাকরণকেও। ফলে বেঁকে বসছেন তারা। শিশুদেরও টিকা নিতে দিতে চাইছেন না। আসলে সেই সময় থেকেই স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরে এক ধরনের অবিশ্বাস তৈরি হয়ে গিয়েছে ইসলামাবাদে, যা কাজ করছে এক্ষেত্রেও।

তবে এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। ‘ব্লুমবার্গ কুইন্টে’র ওই রিপোর্টেই বলা হয়েছে, শিশুদের পোলিও টিকা নিতে না দেওয়ার পক্ষে যে ভীতি কাজ করে অনেক সময়, এখানে সেটাও কাজ করছে। এর মধ্যে ‘মুসলিমবিরোধী’ চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই। অবিশ্বাসের জোড়া ফলায় তাই আক্রান্ত পাকিস্তানের টিকাকরণ কর্মসূচি।

এমনিতেও টিকা দেওয়া শুরুর আগে থেকেই বিতর্কের কেন্দ্রে সিনোফার্মের তৈরি ভ্যাকসিন। চীনের স্বাস্থ্যদফতরের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি এই সংস্থার ভ্যাকসিনকে। চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার আগেই কী করে তা ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া হল, তা

নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সব মিলিয়ে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ইমরান প্রশাসন। বিশেষজ্ঞদের মতে, পোলিও টিকাকরণের মতোই কঠিন হয়ে উঠছে পাকিস্তানে করোনার টিকাকরণ।

মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর অং সান সু চির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী

মিয়ানমারের সামরিক নেতৃত্বকে আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন? খোলামেলাভাবে বলতে গেলে তাদের জন্য কিছু মানুষের ভালবাসা আছে।

তবে বিশ্ব যখন মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের হত্যা – যা গণহত্যা হিসেবেও অভিযোগ উঠেছে- এবং এই জনগোষ্ঠীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করলো, তার এক বছর পর ২০১৮ সালে অং সান সু চি তার মন্ত্রণালয়ে জেনারেলদের থাকার বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, “এটা ভালো একটা ব্যাপার।”

এর তিন বছর পর, সামরিক এক অভ্যুত্থানে তাকে যখন আবার খুব দ্রুত গৃহবন্দী করা হলো, তখন মনে হবে যে সেনাবাহিনীর পক্ষে তার বক্তব্য দেওয়া, সেটা ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক কিম্বা দেশপ্রেম যে কারণেই হোক না কেন, সেই সিদ্ধান্ত খুব খারাপ ছিল।

অং সান সু চির সমর্থকরা বলবেন যে তিনি খুব কঠিন এক অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি যদি কঠোর ব্যবস্থা নিতেন তাহলে তাকে আরো আগেই জেলে যেতে হতো। কিন্তু তার সমালোচকদের কথা হলো- যে পরিস্থিতিতেই তিনি থাকুন না কেন, নির্যাতিত মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি সামান্য পরিমাণে হলেও তিনি সহানুভূতি দেখাতে পারতেন।

তবে সব বিবেচনাতেই অং সান সু চি এবং মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলেই মনে হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অং সান সু চির যে বলয় রয়েছে সেটা হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু মিয়ানমারের লাখ লাখ মানুষ এখনও তাকে ভালোবাসে।

রেখেছে, সেটিও এখন অং সান সু চিকে অন্ধকারে পথ দেখাতে পারে।

মিয়ানমারে এর আগে ১৯৮৮ ও ২০০৭ সালে যে আন্দোলন হয়েছে (জাফরান বিপ্লব) তা ছিল মূলত রাজপথে। আর এবারের আন্দোলন হচ্ছে অনলাইনে। মূলত ফেসবুকে, যা মিয়ানমারের লাখ লাখ মানুষ সংবাদ ও তাদের মতামত আদান প্রদানে ব্যবহার করে থাকে।

তবে এটা নির্ভর করে সেনাবাহিনী এই সোশাল মিডিয়া বন্ধ করে রাখার ব্যাপারে কতোটা অটল থাকে তার ওপর। এই মিডিয়ার শক্তি সম্পর্কে সামরিক বাহিনী অবগত রয়েছে। তাদের অনেক শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার ফেসবুকে নিষিদ্ধ কারণ তারা জাতীয়তাবাদী চেতনা উস্কে দিতে ফেসবুকের মাধ্যমে জাতিবিদ্বেষ প্রসূত ঘৃণা ছড়িয়েছেন।

এই মাধ্যমটিকে তারা এখন ভয়ও পান। আর কারো পক্ষে বর্মী সেনাবাহিনী টাটমাডোর বর্বরতা ছাড়িয়ে যাওয়া কঠিন। স্বাধীনতা দাবি করায় তারা তাদের নিজেদের লোক, শিক্ষার্থী এবং ভিক্ষুদেরও হত্যা করেছে। অং সান সু চি এবং তার সমর্থকদের জন্য সমস্যা হলো এই ডিজিটাল শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আহবান জানিয়ে তিনি যে খোলামেলা চিঠি লিখে গেছেন তাতেও অনেকে বিস্মিত হয়েছেন। কেউ কেউ ভয় পেয়েছেন যে এটা হয়তো প্রতিবাদকারীদের গ্রেফতার করার জন্য সামরিক বাহিনীরই পাতা কোন ফাঁদ।

অং সান সু চির নামে রাজপথে নেমে আসার ঘটনা হয়তো সারা বিশ্বের সোশাল মিডিয়া ও টেলিভিশন সংবাদের কাছে পরিষ্কার ছবি ও শক্তিশালী বার্তা পাঠাতে পারে। কিন্তু ১৯৮৮ সালের বিভিন্ন চিত্র মনে করিয়ে দেয় স্বাধীনতাকামী আন্দোলন দমন করতে সেনাবাহিনী সেসময় যে দমন-পীড়ন চালিয়েছিল তাতে এসব রাজপথ রক্তে ভেসে গিয়েছিল।

আমি নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছি না যার ফলে মিয়ানমারের বড় বড় শহরে টাটমাডো এধরনের হত্যাকাণ্ড চালানো থেকে বিরত থাকতে পারে। দেশটির সর্বশেষ পরিস্থিতিতে আরেকটি বিষয় আছে যা আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও সত্য-বর্জিত নয়।

অং সান সু চির মুক্তি পাওয়ার সুযোগ এবং ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নির্ভর করছে “আন্তর্জাতিক সমাজ” কী করে, না করে তার ওপর।

পশ্চিমা বিশ্বের কাছে সু চি ছিলেন আজীবনের প্রেসিডেন্ট। নির্বাচিত নেতারা যেসব মূল্যবোধের কথা বলে থাকেন তিনি যেন ছিলেন তাদের কাছে সেরকমই এক আলোক-বর্তিকার মতো। তবে রোহিঙ্গাদের রক্ষা করা অথবা তাদেরকে সমর্থন দিতেও অস্বীকৃতি জানানোর কারণে পরে তিনি তাদের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার শিকার হয়েছেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান তাকে দেওয়া সম্মান, পুরস্কার, উপাধি প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরেও তিনি বিচলিত হন নি। এই সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যাওয়ার একটি উদাহরণ হিসেবে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরা যেতে পারে।

অং সান সু চির ১৫ বছরের গৃহবন্দী থাকার সময়ে বিবিসি ছিল তার বিশ্বস্ত সঙ্গী। তবে ২০১৭ সালে রাখাইন রাজ্যে বর্বরতার পর সবকিছু বদলে গেছে। অন্যান্য পশ্চিমা মিডিয়ার মতো আমিও তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে বারবার চিঠি পাঠিয়ে কোন উত্তর পাইনি।

অং সান সু চির মতে যারা তার দেশের জটিল পরিস্থিতি কখনো উপলব্ধি করতে পারবে না তাদের সাথে কথা বলার কী দরকার! আমি যে দু’বছর মিয়ানমারের বিষয়ে কাজ করেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে কাছে থেকে তার সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলাম যখন তিনি দ্যা হেগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগের জবাবে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর পক্ষে বক্তব্য দিতে গিয়েছিলেন।

“মিস সু চি, আপনি কি কখনো দুঃখ প্রকাশ করবেন?” তিনি যখন গাড়ি থেকে নামছিলেন তখন আমি এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। কোন উত্তর ছিল না। এমন না যে আমি কোন উত্তর আশা করেছিলাম।

অং সান সু চি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মিয়ানমারে জবাবদিহিতা-বিহীন সেনাবাহিনী যেসব অপরাধ করছে তিনি সেগুলোর যৌক্তিকতা তুলে ধরবেন।

সেনাবাহিনীর প্রতি মানুষ বিরাগ থাকা সত্ত্বেও এর ফলে দেশের ভেতরে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের সম্মান রক্ষা করার কারণে তিনি প্রশংসিতও হয়েছেন।

কিন্তু এখন অনেকেই বিশ্বাস করেন সামরিক স্বৈরশাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য যে আন্দোলন শুরু হতে যাচ্ছে তাতে অং সান সু চির প্রতীক হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই।

“বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ যেভাবে সাড়া দিচ্ছে তাকে অং সান সু চিকে সাহায্য করুন – এরকম সরুভাবে দেখা উচিত নয়,” বলেন ইয়াঙ্গন-ভিত্তিক একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক রিচার্ড হর্সি।

“এটা হচ্ছে নির্বাচিত জনপ্রিয় এক সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের বিরোধিতা এবং মিয়ানমারের সাধারণ মানুষ ও তাদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সমর্থন,” বলেন তিনি।

অন্যরা আরো স্পষ্টবাদী।

জাতিসংঘের যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছিলেন বিল রিচার্ডসন। অং সান সু চির একজন বন্ধু ছিলেন তিনি। কিন্তু তাদের সেই সম্পর্ক পরে টিকে থাকে নি।

তিনি জানান, রোহিঙ্গাদের রক্ষা করতে কিছু করার জন্য তিনি অং সান সু চিকে ব্যর্থ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। “নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তার অনেক বড় ভক্ত ছিলাম,” বলেন তিনি। মি. রিচার্ডসন বিশ্বাস করেন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্র্যাসির এখন নতুন নেতৃত্ব তৈরি করা উচিত।

অং সান সু চির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তাতে তার কারাদণ্ড হতে পারে। এর ফলে তিনি হয়তো নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না এমন পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে।

জেনারেলরা বলছেন জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর দেশটিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে তারা নির্বাচনী ব্যবস্থায় একটা ক্ষতিসাধন করতে চায় যে ব্যবস্থা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, গণতন্ত্রের পথে সেনাবাহিনীর সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা ভেঙে গুড়িয়ে দেবে।

কিন্তু অং সান সু চি যদি মাসের পর মাস কিম্বা বছরের পর বছর কারাবন্দী থাকেন তাহলে কী হবে? তার ২০ বছরের সাবেক বন্ধু মি. রিচার্ডসন বলছেন, “আমার মনে হয় তিনি অনুধাবন করতে পারবেন যে সামরিক বাহিনী, যাদেরকে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, তারা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তার অবস্থা খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে আমি আশা করি তারা তার ক্ষতি করবে না অথবা তাকে চিরকালের জন্য চুপ করিয়ে দেবে না।”

আর অং সান সু চিকে যদি আবার কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় তখন? “তিনি

যদি আবার কথা বলতে পারেন এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে যেসব অপরাধ করা হয়েছে সেগুলো স্বীকার করে নেন, তাহলে আন্তর্জাতিক সমাজ তাকে বিশ্বাসযোগ্য ও সৎ বলে মনে করবে। এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায় নি। তখনই বিশ্ব সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে,” বলেন তিনি।

“এটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে আগেও তিনি ঝুঁকি নিয়েছেন।”

ইরান ইস্যু: সুর পাল্টালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

নির্বাচনের আগে ইরানের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতায় ফিরে আসার ঘোষণা দিলেও এখন সুর পাল্টিয়েছেন নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

নির্বাচনের আগে তিনি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেছিলেন, ক্ষমতায় আসলে ইরানের সঙ্গে ছয় জাতিগোষ্ঠীর সেই পরমাণু সমঝোতায় ফিরবে যুক্তরাষ্ট্র।

কিন্তু এখন তিনি এক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দিয়ে সুর পাল্টিয়ে ফেললেন।

তিনি বলেছেন, পরমাণু চুক্তির শর্ত না মানা পর্যন্ত ইরানের ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে না তার দেশ।

রবিবার সিবিএস নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ হুঁশিয়ারি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তিনি বলেন, ইরানকে আলোচনার টেবিলে আনতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই।

অন্যদিকে রবিবার ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি ঘোষণা দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাসযোগ্যতার পরিচয় দিলেই চুক্তির শর্ত মানবে তারা। এর আগে সাময়িকভাবে কিছু প্রত্যাহার করলেও সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়নি পশ্চিমারা। বরং পরবর্তীতে আরও আরোপ করেছে। তাই এবার সব মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উঠে

গেলেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে তেহরান এবং এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে জানান ইরানি নেতা।

পৃথিবীতে প্রথম মঙ্গলের ছবি পাঠাল চীনের ‘তিয়ানওয়েন-১’

মহাকাশে মঙ্গল গ্রহ সব সময় সকলের কৌতহল ও আগ্রহহের কেন্দ্রবিন্ধুতে আছে। কিন্তু মঙ্গলের অভিযান সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং ছিল। সম্প্রতি চীনা মহাকাশযান ‘তিয়ানওয়েন-১’ মঙ্গলের প্রথম ছবি পৃথিবীতে পাঠালো। চীন চাঁদেও ইতিমধ্যেই দুটি রোভার অবতরণ করিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপ, জাপান ও ভারতের কয়েকটি মঙ্গল অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর ২০০৩ সালে সর্বপ্রথম মহাকাশে মহাকাশচারী পাঠায় চীন। ২০২২ সালে চীন পৃথিবীর কক্ষপথে তাদের স্পেস স্টেশনও গড়ে তুলতে যাচ্ছে।

চীনের ‘তিয়ানওয়েন-১’ সর্বপ্রথম মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের ‘স্কিয়াপ্যারেল্লি ক্রেটার’ (সুবিশাল গর্ত) ও গিরি খাতে ভরা এলাকা ‘ভ্যালেস মারিনেরিস’-এর কয়েকটি সাদাকালো ছবি পাঠায়। ছবি তোলার সময় এটি মঙ্গলের কক্ষপথের ২২ লাখ কিলোমিটার দূরে ছিল। মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটি জানিয়েছে, তিয়ানওয়েন-১ এই মুহূর্তে মঙ্গলের কক্ষপথ থেকে ১১ লাখ কিলোমিটার দূরে রয়েছে।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি একটি ল্যান্ডার ও একটি রোভার নিয়ে তিয়ানওয়েন-১ মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করবে। এছাড়াও, মে মাসে মঙ্গলের ‘ইউটোপিয়া’ এলাকায় অবতরণ করবে ৫ টন ওজনের এ মহাকাশযানটি। এটি ৯০ মঙ্গল-মাস অর্থাৎ পৃথিবীর হিসাবে তিন মাসেরও বেশি সময় মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করবে।

গত জুনে চীনের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর গবেষক বাও ওয়েইমিন বলেছিলেন, ‘অভিযানের কঠিনতম পর্ব হলো মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করা। রোভার বহনকারী ল্যান্ডারের গতি চার ধাপে মন্থর করা হবে। এই

প্রক্রিয়া ৭-৮ মিনিট ধরে চলবে।’

ট্রাম্পের নীতি অনুসরণ করে তুরস্ককে বাইডেন প্রশাসনের হুমকি

রাশিয়ার কাছ থেকে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ কেনার ব্যাপারে তুরস্ককে আবার হুমকি দিল মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মাধ্যমে নতুন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন তুরস্কের এস-৪০০ কেনার ব্যাপারে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতিতে অটল থাকল।

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জন কারবি শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, “আমাদের নীতিতে পরিবর্তন আসেনি এবং আমরা আবারো তুরস্ককে এস-৪০০ ব্যবহার না করার আহ্বান জানাচ্ছি।”

তুরস্ক হচ্ছে ন্যাটো জোটভুক্ত প্রথম দেশ যে কি না, রাশিয়ার কাছ থেকে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ সংগ্রহ করেছে। ২০১৭ সালে এ ধরনের চারটি ব্যবস্থা সংগ্রহের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে ৫২০ কোটি ডলারের চুক্তি করে তুরস্ক। ২০১৯ সলের জুলাই মাসে এ ব্যবস্থা আঙ্কারাকে সরবরাহ শুরু করে মস্কো যে প্রক্রিয়া এখনো চলছে।

মার্কিন সরকার ২০১৭ সাল থেকেই রাশিয়ার কাছ থেকে এস-৪০০ কেনার ব্যাপারে তুরস্ককে সতর্ক করে দিয়ে আসছে। মার্কিন সরকার দাবি করছে, এই চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক রাশিয়ার হাতে বিশাল অঙ্কের বাজেট তুলে দেয়ার পাশাপাশি ন্যাটা জোটের সামরিক প্রযুক্তিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তবে তুরস্ক ও রাশিয়া আমেরিকার এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু আঙ্কারা বলেছে, দেশটি কোনো অবস্থায় রাশিয়ার সঙ্গে করা এ সংক্রান্ত চুক্তি বাতিল করবে না।

সূত্র: পার্সটুডে

[redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], ‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] (Ukraine) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] – [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

সেনা শাসনের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই গ্রেফতার করা হচ্ছে মিয়ানমারে। অভ্যুত্থানের দিন থেকে এ পর্যন্ত ১৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ জন মানবাধিকার কর্মী ছাড়াও ১৩৩ জনই দেশটির নেত্রী ও সদ্য সাবেক স্টেট কাউন্সেলর অং সান সুচির দল এনএলডির এমপি ও নেতাকর্মী।

নতুন করে ইয়াঙ্গুন থেকে গ্রেফতার করা হলো সু চি’র এনএলডির শীর্ষস্থানীয় ৭৯ বছর বয়সী নেতা উইন তেইনকে। রয়টার্সকে এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে নিজের গ্রেফতারের কথা নশ্চিত করেন সু চি’র ডান হাত বলে পরিচিত এই নেতা। অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মুখ খোলার ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই তাকে আটক করে পুলিশ।

তেইন জানান, ‘বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার নেপিদোতে নিয়েছে পুলিশ ও সেনা সদস্যরা। গ্রেফতারের আগে স্থানীয় ইংরেজি ভাষার এক সংবাদমাধ্যমে সেনাবাহিনীর ক্ষমতাগ্রহণকে ‘নট ওয়াইজ অথবা ‘অবিবেচনাপ্রসূত’ পদক্ষেপ বলে সমালোচনা করেন তেইন। পুলিশ বলেছে, তাকে সংবিধানের ১২৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তার অন্তত ২০ বছরের জেল দেয়া হতে পারে।

সেনা সরকারের প্রধান জেনারেল মিং অং হ্লাইং বুধবার রাজধানী নেপিদোতে দেশের ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য ক্ষমতা নেয়ার কথা বললেও ক্ষমতা আরও দীর্ঘস্থায়ী করার আভাস দিয়েছেন। অন্তত ছয় মাস ক্ষমতায় থাকার এই ইঙ্গিত দিয়েছেন’।

এদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুলো নিয়ে মিয়ানমারর সরকারের কঠোর অবস্থানে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নরওয়েভিত্তিক কোম্পানি টেলিনর। ক্ষোভ প্রকাশ করে টুইটারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ‘সামজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিধিনিষেধ দিয়ে মানুষের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে’।

ইন্টারনেট সেনা পুনরায় চালু করতে দেশটির শাসকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ফেসবুক, টুইটার ও ইনস্টাগ্রামের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা প্রতিহত করল সিরিয়ার সেনারা

সিরিয়ার কুনেইত্রা প্রদেশের ওপর ইসরায়েলে সেনারা বুধবার রাতে আবারও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। তবে সিরিয়ার সেনারা তাদের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে সে হামলা প্রতিহত করেছে।

সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সানা জানিয়েছে, রাত ১০টা ৪২ মিনিটের সময় অধিকৃত গোলান মালভূমির আকাশ থেকে ভূমিতে এবং ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে এই হামলা চালায়। তবে কুনেইত্রা প্রদেশের আকাশেই সে আগ্রাসন প্রতিহত করে সিরিয়ার সামরিক বাহিনী।

ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র আগ্রাসন প্রতিহত করার ঘটনাটি ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে গণমাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

২০১১ সালে সিরিয়ায় উগ্র-সন্ত্রাসবাদী তাকফিরি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সহিংসতা শুরু করে। তারপর থেকে ইসরায়েল প্রায়ই সিরিয়ার ওপর এভাবে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। তাকফিরি সন্ত্রাসীদের পতন মেনে নিতে পারছে না ইসরায়েল ও তার আরব মিত্ররা। সন্ত্রাসীদের মনোভাব চাঙ্গা রাখার জন্য ইসরায়েল এসব হামলা চালিয়ে আসছে।

মিয়ানমারে ফেসবুক বন্ধ করল সেনা সরকার

মিয়ানমারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অভিযোগে এবার ফেসবুক পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই মাধ্যমটি ব্যবহার করে মিয়ানমারে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। খবর ব্লুমবার্গের।

দেশটির যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। ভুয়া সংবাদ ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো

হচ্ছে, যার কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির বর্তমান সেনা সরকার।

বলা হয়েছে, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মিয়ানমারে ফেসবুক পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ইন্টারনেট সরবরাহকারী ও টেলিকম কোম্পানিগুলোকে এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফেসবুক বন্ধ রাখতে হবে।

উল্লেখ্য, মিয়ানমার পার্লামেন্টে নতুন সরকারের প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি ছিল, এমন সময় ক্ষমতা দখলে নিল সেনাবাহিনী। গত রবিবার দিবাগত মাঝরাতে অং সান সুচি এবং প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টকে আটক করা হয়। একইসঙ্গে এক বছরের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

ইরানের বন্দর উন্নয়নে ১৪০ টনের দু’টি ক্রেন পাঠাল ভারত

ইরানের চাবাহারের শহীদ বেহেস্তি বন্দরের উন্নয়নের জন্য ১৪০ টনের দুইটি স্থানান্তরযোগ্য ক্রেন পাঠিয়েছে ভারত। ভারত ছয় এমএইচসি সরবরাহের চুক্তির আওতায় দুইটি ক্রেন সরবরাহ করেছে।

ইরানের উদ্দেশে লেখা এক টুইট বার্তায় ভারত জানায়, শহীদ বেহেস্তি বন্দরের প্রথম ধাপের উন্নয়নের জন্য জেপি সিং, জেএস (পিএআই) এমইএ ইন্ডিয়া দুইটি ক্রেন পাঠিয়েছে।

২০১৬ সালের মে মাসে ইরান ও ভারতের মধ্যে ১০ বছরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যেখানে চাবাহার বন্দরের সজ্জা, যন্ত্রপাতির খরচ ও কার্যক্রম শুরু করার জন্য ৮৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল।

ওমান উপসাগরে উপকূলে এই বন্দরটি অবস্থিত যা ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যের বিকল্প পথ তৈরি করে।

ইরানের বন্দরে লোড ও আনলোডে ব্যবহারের জন্য পাঠানো দু’টি হারবার ক্রেন ইতালির একটি কোম্পানি থেকে ক্রয় করা হয়েছে। ওই

কোম্পানি থেকে মোট ছয়টি ক্রেন ক্রয় করবে ভারত।